১। ক) সামরিক শাসন কী?

খ) ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির ইতিহাস আলোচনা কর।

২। ক) মৌলিক গণতন্ত্র কী?

খ) মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের বিবরণ দাও।

সামরিক শাসন কী?

সাধারণত বেসামরিক কার্যাবলি যখন সামরিক লোক দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে সামরিক শাসন বলে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যখন বেসামরিক লোকের পরিবর্তে সামরিক লোক আসে তখনই ঐ অবস্থাকে সামরিক শাসন বলে।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির ইতিহাস

ইস্কান্দার মির্জা

আইয়ুব খান

মালিক ফিরোজ খান

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকার উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। রাষ্ট্রপতি সামরিক শাসন জারির কারণ হিসেবে দুর্নীতি, রাজনৈতিক কোন্দল ও অস্থিতিশীলত অবস্থাকে চিহ্নিত করেন। তিনি দেশের সংবিধান বাতিল করেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙে দেন এবং মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। **প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয় সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে।** এর কিছুদিনের মধ্যে ২৭শে অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে অপসারণ করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

DAWN

FOUNDED BY QUAID-I-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH

KARACHI

Wednesday, October 8, 1958
23 Rabi-ul-Awwal, 1378

Editor: ALTAF HUSAIN

CONSTITUTION ABROGATED

PRESIDENT MIRZA

Martial Law all over the country

POLITICAL PARTIES ABOLISHED

Parliament, legislatures and cabinets dismissed

ALL GOVERNMENT OFFERS REJECTED

1,500 more to join

GEN. AYUB

Martial Law Administrator's proclamation

By Dawn Staff Correspondent

The following proclamation of Martial Law was issued by General Mohammad

DISTRIBUTION OF LANDS ORDERED

President's directive to meet food shortage

By Dawn Staff Correspondent

President Iskander Mirza has directed the Government of West Pakistan to complete the distribution of all lands for which irrigation is available within a period of three months from the receipt of these directions.

The directions have been given to prevent the grave menace to the economic life of Pakistan caused by the continual shortage of foodgrains.

The President has also asked of the Government of West Pakistan to appoint not less than six commissioners officers for this purpose, one officer each being appointed for the following six action schemes:

(a) The Thal, the Chashma Jehanian, the Indus Barrage, the Indus Barrage, the Sutlej, Chenab and the Rivendi Areas.

The order has been issued under Article 104 of the Constitution.

It says: "The following directions as to the manner in which the executive authority of the province of West Pakistan is to be

First priority to agriculture

RECOMMENDATION OF NEC

By Mazar Aziz
Dawn Staff Correspondent

The National Economic Council which consisted of seven ministers has recommended that agriculture development should be given the first place in the country's foreign exchange and rising to food prices and shortage.

মৌলিক গণতন্ত্র কী?

জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর পাকিস্তানের শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। তিনি প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে এক অদ্ভুত ও নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করেন। তাঁর নির্বাচন প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি ছিল মৌলিক বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র। মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র যাতে কেবল কিছু নির্দিষ্ট লোকের অধিকারে জাতীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের অধিকার ছিল। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মন্ত্রিসভা ও প্রতিনিধি পরিষদসমূহের সর্বতোভাবে প্রেসিডেন্টের অধীনস্থ থাকা এবং প্রদেশিক বা অন্য কোন স্তরে স্বায়ত্তশাসনের অনুপস্থিতি।

মৌলিক গণতন্ত্রের স্তর বিন্যাস

১। ইউনিয়ন কাউন্সিল (গ্রামে) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহরে),
২। থানা কাউন্সিল (পূর্ব পাকিস্তানে), তহশিল কাউন্সিল (পশ্চিম পাকিস্তানে),
৩। জেলা কাউন্সিল
৪। বিভাগীয় কাউন্সিল।

এই পরিষদগুলোতে নির্বাচিত ও মনোনীত উভয় ধরনের সদস্য থাকত। মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় পাকিস্তানের উভয় অংশে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নিয়ে দেশের নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হয়। জনগণের মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন করা ছাড়া কোনো দায়িত্ব ছিল না। বিডি মেম্বর ছিল প্রকৃত নির্বাচক। তারাই প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করতেন।

মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় নির্বাচন

1. **১৯৬০ সালের হ্যাঁ/না ভোট :** দু'বছর সামরিক শাসনের পর আইয়ুব খান তাঁর সরকারকে বেসামরিক রূপ দিতে উদ্যোগী হন। এজন্য নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্টের ওপর আস্থা আছে কিনা সে বিষয়ে হ্যাঁ/না নির্বাচন। এই নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। ছিল শুধু দু'টি বাক্স। একটি 'হ্যা' বাক্স এবং অন্যটি 'না' বাক্স।

প্রেসিডেন্টের ওপর আস্থা আছে কিনা সেটি জানাতে বি. ডি. মেম্বারগণ হ্যাঁ/না বাক্সে তাদের ভোট দিয়েছেন। তবে ব্যালটে সীল মারার কোনো বিধান ছিল না। সুতরাং পূর্বে যেমন অনুমান করা গিয়েছিল তেমনভাবেই আইয়ুব খান ৭৫২৮৩টি আস্থা ভোট অর্থাৎ শতকরা ৯৫.৬ ভাগ ভোট পেয়ে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন । ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি এই রায়ের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন।

২. ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: হ্যাঁ/না ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে পাঁচ বছর ক্ষমতা ভোগ করার পর ১৯৬৫ সালে আবারো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রয়োজন পড়ে আইয়ুব খানের। '৬৫ সালের নির্বাচন আইয়ুব খানের '৬০ সালের মত সহজ হয়নি। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ এ নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের বা সংক্ষেপে কপের প্রার্থী হিসেবে আইয়ুবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান সম্মিলিত বিরোধী দলের নির্বাচনী প্রচারণার মুখে আইয়ুব খান অনেকটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন।

১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানবিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আবার আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে একটি জোট বা COP (Cmobined Oposition Party) গঠন করে। মোহম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে কপ-এর পক্ষে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করা হয়।

নির্বাচনে মৌলিক গণতন্ত্রীদের পূর্ব থেকেই আইয়ুব খান নিজের অনুকুলে নিয়ে আসেন। জনগণ ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশ করে। কিন্তু নির্বাচনে আইয়ুব খান জয়ী হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। সেখানেও আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।